দৈনিক ইত্তেফাক

157

তারিখ ... SEP. 16 1999 ...
পৃষ্ঠা 6 কলাম 3

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ।। গন্তব্য কোথায়?

পর্যালোচনা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এমন একটি আজব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে কোন শিক্ষক নেই, শ্রেণীকক্ষ নেই আছে শুধু দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য সরকারী-বেসরকারী কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহের সিলেবাস প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ, ফলাফল প্রকাশ ও সার্টিফিকেট প্রদানের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব। যে উদ্দেশ্যে দেশের বোদ্ধা

মহল এ বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত করেছে সে উদ্দেশ্যে আজ সবই ভেস্তে গেছে। ইতমিধ্যেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়টি রীতিমত কান্ড-অকান্ড বাজিয়ে বসেছে। অথব শোনা গিয়েছিল সেশনজট দূর করার উদ্দেশ্যেই নাকি এরকম একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল। বর্তমানে এর ফলাফল দেখা যায় সম্পূর্ণ উল্টো। ১৯৯৪ সালে গাজীপুরে প্রতিষ্ঠিত এই বিরাট ভবনগুলো নিয়ে যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষের কোন সীমারেখাই নেই। একটা না একটা অভিযোগ প্রায় প্রতিদিনই ছাপা হচ্ছে খবরের কাগজে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ পর্যন্ত প্রকাশিত এসব খবরাখবরের প্রতিবাদ করেছে বলে আমার জানা নেই। এখন আসা যাক মূল প্রসঙ্গে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আমরা যারা এ বছর ডিগ্রী পাস করেছি। আমাদের কি হবে? এ প্রশ্নটি এখন সবার মুখে মুখে। এ বছর মোট ৬৫ হাজার ৮১২ জন ছাত্র-ছাত্রী ডিগ্রী পাস করেছে। অথচ উচ্চ শিক্ষার্থে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে মাস্টার্স পর্বে আসন সংখ্যা-রয়েছে মাত্র ৩০ হাজারের মতো। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ দেশের মাত্র ৭১টি কলেজে মাস্টার্স পড়ানো হয়। এর মধ্যে শুধু ঢাকা বিভাগেই রয়েছে ৪০টি কলেজ। আর বাকী ৩১টি কলেজের মধ্যে রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগে ১১টি, রাজশাহী বিভাগে ৮টি, খুলনা বিভাগে ৭টি, বরিশাল বিভাগে ৪টি ও সিলেট বিভাগে ১টি। পক্ষান্তরে এসব কলেজে যে সব বিষয়ে মাস্টার্স পড়ানো হয়, তার সংখ্যা মাত্র খুবই নগণ্য। বড়জোর ১টি থেকে ৫টি।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সারা দেশে ডিগ্রী (পাস) উত্তীর্ণদের স্নাতকোত্তর শিক্ষার দায়-দায়িত্ব বর্তায় তার কাঁধে। উপরন্তু ১৯৯৫ সালের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, '৯৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় হতে তুলে দেয়া হয় প্রিলিমিনারী। অথচ এই চাপ সামলানোর জন্য যে অবকাঠামোর প্রয়োজন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এতদিনে তার অর্ধাংশও সৃষ্টি করতে পারেনি। উচ্চশিক্ষায় এই চরম অব্যবস্থায় দেশের সচেতন ছাত্র সমাজ আজ চরম শংকিত। এ প্রসঙ্গে কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ ও যশোর এমএম কলেজ হতে এ বৎসর ডিগ্রী পাস করা ছাত্র-ছাত্রী অনামিকা রহমান ও রিপন শাহরিয়ারের সঙ্গে আলাপ করলে তারা দারুণ ক্ষোভ ও আক্ষেপের সুরে 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই চরম অবহেলায় আমরা আজ নিপতিত। এখন আমাদের কি হবে? কিভবে আমরা উচ্চ শিক্ষার পথে পা বাড়াব? কোথায় আমাদের ঠাই হবে? তা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

এ বৎসর যারা ডিগ্রী পাস করেছে তাদের অর্ধেকেরও বেশী ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে না। এদের ভবিষ্যৎ দায়-দায়িত্ব কে নেবে? এসব ছাত্র-ছাত্রী কি জীবনের এতবড় ক্ষতি কোনভাবেই পুষিয়ে নিতে পারবে? তার উপর এ বৎসর ডিগ্রী পাসের শতকরা হার ছিল ৩৫.৭%। ভাগ্য ভাল,ডিগ্রী পরীক্ষায় এক-তৃতীয়াংশের পরিবর্তে যদি অর্ধেক অথবা দুই-তৃতীয়াংশ ছাত্র-ছাত্রী পাস করতো তাহলে যে কী অবস্থায় দাঁড়াতো তা ভাবাই কঠিন। সচেতন ছাত্র মহলে এমন প্রশ্ন দেখা দেয়া একেবারে অমূলক নয়। উদ্ভুত এ সমস্যা উত্তরণের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভবিষ্যতে হয়তো পাসের হার আরো কমিয়ে আনার চিন্তা-ভাবনা করছে। অবশ্যই কর্তৃপক্ষই ভাল জানেন তারা কি করবেন? এতো গেল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে চরম অব্যবস্থার কথা। এখন আসা যাক অন্য প্রসঙ্গে। এর বিভিন্ন দুর্নীতি, অনিয়ম ও হয়রানি নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে। একটি সরকারী কলেজের উপাধ্যক্ষ এ প্রসঙ্গে ভোরের কাগজে তার মতামত ব্যক্ত করেছেন এভাবে-'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সেশন জটের ক্ষেত্রে বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ সেখানে সেশন জট ৪/৫ বছরের নীচে নয়।' তার উপর অনার্স ও প্রিভিয়াস (মাস্টার্সদের ফলাফলের বিলম্বের কথা ধরলে তা দেশের অন্যান্য সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়কেও পেছনে ফেলেছে ইতিমধ্যেই। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করতে সময় লাগে ন্যূনতম দুই থেকে আড়াই বৎসর। নিয়মিত, স্নাতকোত্তর পর্বে ২ বৎসরের কোর্স শেষ করতে সময় লাগে চার বৎসর। বিশেষ করে এ বৎসরের ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বেশ সুনাম ও প্রশংসা কুড়িয়েছে সর্ব মহল হতে। তাদের এ সকল সুনাম ও সাফল্য এতই বেমানান, হাস্যকর ও চরম দায়িত্বহীনতার প্রতিফলন মাত্র। মনে হয় উদ্ভট এক উটের পিঠে চলেছে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি। একবার ফলাফল প্রকাশ করেই তারা ক্ষান্ত হননি, দ্বিতীয়বারের মতো ফলাফল প্রকাশ করতে হয়েছে কর্তৃপক্ষকেই ইতিমধ্যে। ফলাফল প্রকাশের বিভিন্ন অদ্ভুত ঘটনা রীতিমত সবাইকে হতবাক ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিয়েছে। মনে হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বক্ষেত্রেই ভূতের আছড় লেগেছে।

❑ মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন